দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

২৬

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষিতদের ভূমিকা

জাতির প্রতি, সমাজের প্রতি সর্বোপরি প্রতিবেশীদের প্রতি একজন শিক্ষিত ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। জাতির ও সমাজের প্রয়োজনেই তাদের এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হয়। নিরক্ষরতার অভিশাপে আমাদের দেশ যখন জর্জরিত তখন এ পরিস্থিতিতে এক জন শিক্ষিত লোকের ভূমিকা কিন্তু কম নয়। দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে আর্থ-সমাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে নিরক্ষরদের এ অন্ধত্ব মোচনে তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশসমূহের অন্যতম। মাথাপিছু আয়ও সর্বনিম্ন। কিন্তু শিক্ষার সাথে ব্যক্তিগত ও জাতিগত আয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। আর দেশের শতকরা ৭৪% নিরক্ষরতাই এ দারিদ্র্যতার অন্যতম কারণ তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই, দেশকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে অনুভূতিপ্রবণ ও সচেতন শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর দায়িত্বের ভারই বেশী। প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে আমরা ধন-সম্পদ বন্টনের উপর জোড় দেই। কিন্তু জ্ঞান বন্টনও কি দান-সদকার অন্তর্ভুক্ত নয়? জ্ঞানের মত অমূল্য সম্পদকে যদি আমরা কুক্ষিগত করে রাখি তার জন্যও বিশ্ব স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সমাজের নিকট ঋণী থাকতে হবে। আর বিজ্ঞজনের মতে, কোন একটা দরিদ্র নিরক্ষর পরিবারকে উন্নত করতে হলে এর কোন একজন সদস্যকে শিক্ষিত করে তোলাই বৈষয়িক দান খয়রাতের চেয়ে অনেক বেশী উৎকৃষ্টতর। অপর দিকে, নিরক্ষরের সংখ্যাধিক্য যেখানে বর্তমান সে সমাজে শিক্ষিতের কর্তব্যের বোঝাও বেশ ভারী। তাই, তাদের নিজের বোঝা লাঘব করতেও নিরক্ষরদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা অতি জরুরী। শিক্ষিতের কর্তব্যের কথা বলতে গিয়ে কোন এক মনীষী বলেছেন, 'যে পর্যন্ত লাখ লাখ লোক অনশনে আর অজ্ঞতায় আধমরা হয়ে আছে ততক্ষণ আমি শিক্ষিত লোককে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করি। কারণ, জনগণের অর্থে তারা শিক্ষিত অথচ তাদের দিকে তারা ভ্রূক্ষেপও করছে না।

প্রতিটি বিভাগে ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত লোকেরা স্ব স্ব সীমাবচ্চদধ এলাকায় শিক্ষা প্রসারে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। কেউ আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন,' কেউ নিজেই 'রয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে অথবা স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত গণশিক্ষা কেদ্রের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিরক্ষরদের শিখানোর দায়িত্ব নিতে পারেন। আমাদের শিক্ষিত বেকার যুবসমাজকে এ কাজে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়োগ করলে সুফল পাবার সম্ভাবনা বেশী থাকবে। শিক্ষার বিষয়বস্তুতে সমাজকর্মের অংশ হিসেবে একে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাপর্যায়ে বর্তমান প্রায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থী নিরক্ষরতার মত জাতীয় অভিশাপ লাঘবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আমাদের মত শিক্ষিতদের মনে রাখতে হবে, নিরক্ষরদের পশ্চাতে রেখে আত্মসর্বস্ব হয়ে উঠা ব্যকিত্র পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা সম্ভব নয়। কারণ, ব্যক্তি থেকেই সমষ্টি। সমাজের খণ্ডাংশের উন্নতি জাতীয় উন্নতি সূচীত করতে পারে না। 'আপনাকে নিয়ে বিব্রত রহিতে আসেনি কেহ অবনী পরে/সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' কবির এ ললিত বাণীটি আমাদেরকে অপরের সেবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আত্মকেন্দ্রিক ও নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত না থেকে সকল শিক্ষিত লোক যদি নিরক্ষরতার মত গ্লানি মুছে ফেলতে অগ্রণী হই তবে সুন্দর ও সুস্থ সমাজ কায়েম করা যাবে; প্রত্যাশা করা যাবে উন্নত দেশ।

—মোঃ আব্দুস সাত্তার।